ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

ইন্দিরা

রঙিন

পরিচালনা • দীনেন গুপ্ত

নিউ থিয়েটার্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত

সঞ্চয়িতা ফিল্মস প্রযোজিত

সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

অমর কাহিনী অবলম্বনে

ইন্দিরা

চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা

দীনেন গুপ্ত

সঙ্গীত পরিচালনা : **মানবেন্দ্র**

গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শিল্প নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র ॥ সম্পাদনা : প্রণব ঘোষ রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ ॥ ব্যবস্থাপনা : সুরেন দাস ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ॥ শব্দ গ্রহণ : রবীন সেনগুপ্ত ॥ শব্দ যন্ত্রী : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ও অনুপ মুখার্জী ॥ স্থির চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা প্রচার পরিকল্পনা : বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী ॥ পরিচয় লিখন : বি, কে, সি ॥ প্রচার : ধীরেন মল্লিক।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : মুরারী চক্রবর্ত্তী, রাজা দাস ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : দিলীপ রায় ॥ শিল্প নির্দেশনা : সোমনাথ চক্রবর্ত্তী, লক্ষণ নায়েক ॥ রূপ সজ্জা : তপন চন্দ অপর্ণা সেনের রূপসজ্জা : অজিত মণ্ডল এবং কেশবিন্যাসে : রীতা দে ॥ চিত্রগ্রহণ : শংকর গুহ, অরবিন্দ মিত্র, বরুণ রাহা ॥ শব্দগ্রহণ : অসীম সরকার, জগারাম ॥ সম্পাদনা : চিত্ত দাস ॥ ব্যবস্থাপনা : শম্ভু দাস, দুলাল সাহা, কার্ত্তিক দাস ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বারুই ॥ সাজসজ্জা : বাবলু দাস, অশোক দাস ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : ?

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাগবাজার বসু বাটি, শিবেন বোস, অলোক বোস, অমিত বোস ও শ্রীমতী সোনালী বোস (গুপ্ত)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঠনঠনিয়া লাহা বাটি, অলোকনাথ লাহা, তড়িত কুমার বল্লভ (ধান্যকুড়িয়া), প্রণব দাঁ, ৺সাবিত্রী চ্যাটার্জী

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ॥ চিত্র পরিস্ফুটন : প্রসাদ ল্যাবরেটরীজ (মাদ্রাজ) ॥ শব্দ পরিস্ফুটন : ফিল্ম সার্ভিসেস (কলকাতা) ॥ আবহ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : এন, এফ, ডি, সি

বিশ্ব পরিবেশনা : **শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ**

কাহিনী

বহু আকাঙ্খিত দিন আজ ইন্দিরার। চলেছে শ্বশুর-বাড়ী দীর্ঘ আট বছর পরে। উপেনের আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। পাল্কি, লাঠিয়াল ভূষণ। তবু কে যেন হাসল ওপর থেকে। ক্লান্ত হয়ে সবাই যখন কালাদীঘির পাড়ে, এমন সময় শুধু চিৎকার বহু লোকের···

জয় ডাকাতকালীর জয়,···ডাকাতরা এত লোকের ভিতর থেকে ইন্দিরার পাল্কি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ইন্দিরার জীবনে নেমে এল অন্ধকার···গেল সব হারিয়ে।

উপেনের বাবার বড় মুখ ছোট হয়ে গেল হরমোহনের কাছে। ইন্দিরার জীবনে কেন এত কষ্ট···? ওর কি অপরাধ ···? রাজরাণী হল ভিখারিণী। ঠাকুরের সভাই বিচার আছে তাই, কলকাতা নিবাসী সুভাষিণীর কাছে আশ্রয় পেল সে। এদের বাড়ী ইন্দিরার কাছে স্বর্গ মনে হ'ল ; সবায়ের ভালবাসায় পরিপূর্ণ আজ ইন্দিরা, তবু অতীতের কথা যখন মনে পড়ে মনে হয়—মহেশপুরের জমিদার হরমোহন দত্তর মেয়ের কি এমন করে দিন কাটতে পারে···? কি অপরাধ তার···?

সুভাষিণীর স্বামী রমণ, একদিন রাতে খাবার নেমতন্ন করে যাকে আনলেন বাড়ীতে, ইন্দিরা তাকে দেখে চমকে ওঠে। এতো আমার···এতো আমার স্বামী, কিন্তু কি করে আজ বলবো আমি ইন্দিরা···আমি ওর বিবাহিতা স্ত্রী···!

কিন্তু ইন্দিরা কি বলতে পেরেছিল···?

সংগীত

(১)

আজি মলয় মন্দ বহিয়া
যায় প্রাণের শ্রবণে কহিয়া
প্রিয়তমা তুমি আসিবে
মোর হৃদি সরসীতে ফুল্ল তোমার
বিস্মিত মুখ ভাসিবে।
প্রিয়তমা তুমি আসিবে
মম যৌবন ফুল কুঞ্জে
মধু পিয়াসী ভ্রমর গুঞ্জে।
জাগে একি রোমাঞ্চ ভাবি যবে বধূ
সুন্দরী ভালোবাসিবে।
প্রিয়তমা তুমি আসিবে।
তব প্রথম প্রণয় লজ্জা
রচি নিভৃত বাসর শয্যা
মোরে ভাসায়ে মদির
সোহাগের স্রোতে
সুখ সমুদ্রে ভাসিবে।
প্রিয়তমা তুমি আসিবে।

(২)

ঘটনাটা সত্যি এতো গল্প নয়
এ তো গল্প নয়।
রূপবতী আর ডাকাতের
ঘটনাটা সত্যি এ তো গল্প নয়॥
হু হু না-হু হু না-হু হু না রে-হু হু না
রূপোয় মোড়া পাল্কী চেপে
যাচ্ছে প্রথম শ্বশুর বাড়ী রে
রূপবতীর ময়না দেরী
চল না তোরা তাড়াতাড়ি রে
হু হু না-হু হু না-হু হু না রে-হু হু না
বাঃ কি মজা তারপর ?
আহা পথ যে অনেক দূর
খুশীতে তার মন তবু ভরপুর
বিয়ের সাত আট বছর পরে
যাচ্ছে প্রথম পতির ঘরে রে
মুক্তো মাণিক হীরে পরে
অঙ্গে বেনারসী শাড়ীরে

হু হু না-হু হু না-হু হু না রে-হু হু না,
কি মজা !
হু হু নারে-হু হু না
খেলা তখন ভর দুপুর
পথ ফুরোতে অনেক দূর
সঙ্গী সাথী যারা ক্লান্ত সবাই তারা
কালাদিঘীর পাড়ে এসে
পাল্কিটা তাই থামলো
তপ্ত দেহ জুড়িয়ে নিতে
সবাই জলে নামলো ॥
তারপর
হারেরেরে ডাক ছেড়ে
ডাকাতেরা এলো তেড়ে।
মাথায় ঝাঁকড়া চুল
কানে গোঁজা জবা ফুল
মুখ ঢেকে মুখোসে পড়ে ঝাঁপিয়ে
রূপবতীর পাল্কীটাকে
চার ডাকাতে তুলে নিল
চোখের পলক ফেলার আগে
বনের দিকে দৌড় দিল, দৌড় দিল
বসন ভূষণ কেড়ে নিয়ে
গভীর বনে ছেড়ে দিয়ে।
রূপবতীর পুড়িয়ে কপাল
হাওয়ায় গেল তারা মিলিয়ে
রূপবতী গেল হারিয়ে ॥

(৩)

ঝর ঝর বৃষ্টিতে থর থর দৃষ্টি
রাগে নাকি অনুরাগে
তবু লাগে মিষ্টি ॥
ঝড় এসে এলোকেশে
খেলা করে ভালোবেসে গো
ঝড় ঝড়
চেয়ে ভাবি অনিমেষে
চুপি চুপি কাছে এসে গো
এত রূপ যেন কোন
বিধাতারই সৃষ্টি ॥
সাক্ষী এ ঝঞ্ঝা মেঘমায়া বরষা
আজীবন আমরণ দুহু মোরা দু'জনায়
জলধারা আনে কোন
প্রেমেরই আশীষটি ॥

(৪)

অন্তর যাহারে চাহে তোমার
সে তো আমি হয়েও তবু আমি নহি
যাহা হারায়ে পাই পাছে পেয়ে হারাই
ভয়ে ভয়ে আমি দূরে দূরে রহি ॥
সেতো আমি হয়েও প্রিয় আমি নহি
যাহারে ভেবে রাখ ফুল তুলে
তারই গাঁথা মালা কাঁদে বক্ষে দুলে
যে স্মৃতি প্রদীপেরই আলো জ্বালো
সে দীপেরই অনলে নিজেরই দহি ॥
ওগো তুমি বিনা আমি গতিহীনা
সবই থেকে তবু যেন কত দীনা
পাছে ভুল করে ভুল ভাঙ্গে তোমার
তাই হাসিমুখে মনোব্যথা সহি ॥

—০—

কণ্ঠ সঙ্গীতে

মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র

অভিনয়ে :

অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার সুমিত্রা মুখার্জী, বসন্ত চৌধুরী, কাজল গুপ্ত, রবি ঘোষ, কালী ব্যানার্জী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, শোভা সেন সোমা মুখার্জী, সুষমা ঘোষাল, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, দেবনাথ চ্যাটার্জী, সোমনাথ মুখার্জী, জীবন গুহ. মুকুন্দ ধর, রথীন বোস, দেবাশীষ সরকার, সৌমেন, রাজু, নিসার, রণধীর, শুকদেব, অনিল, তপন, হারাধন. বিভূতি, বেবী সোমা চাকী, শ্রীমান অমিত রঞ্জন থৈ, কঙ্কনা সেনশর্মা ও উৎপল দত্ত